যা ইঁদুর, জল আন না

ধা ইঁদুর, জল আন না

লিথুয়ানিয়ার লৌকিক ছড়া

এই চেপেছে রান্না

এই চেপেছে রান্না,
যা ইঁদুর, জল আন না।
বাঁকো সাঁকোটি পেরিয়ে,
ঘন বনটি এড়িয়ে,
পথ হারিয়ে ঘুরল,
হাপুস কাঁদন জুড়ল:
কোথাও জলের নাম নেই—
কুয়ো কিন্তু সামনেই।

ওরে ট্যারা খরগোস

ওরে ট্যারা খরগোস — পাজিটা!
বড়ো যে মেজাজ খোস — পাজিটার!
চুপি চুপি ক্ষেতে যেয়ে — পাজিটা!
কপিগুলো দিল খেয়ে — পাজিটা।
যত ছোটো এলে বেলে — পাজিটা,
একবার হাতে পেলে — পাজিটার
দেব কষে কান মলে — পাজিটা!

হাম্বা

হাম্বা, শিঙ কটকট,
হাম্বা, কান লটপট,
হাম্বা, চোখ পাকিয়ে
হাম্বা, ভয় দেখিয়ে
হাম্বা, ডাক ছাড়ব,
হাম্বা, ঢিঁস মারব।
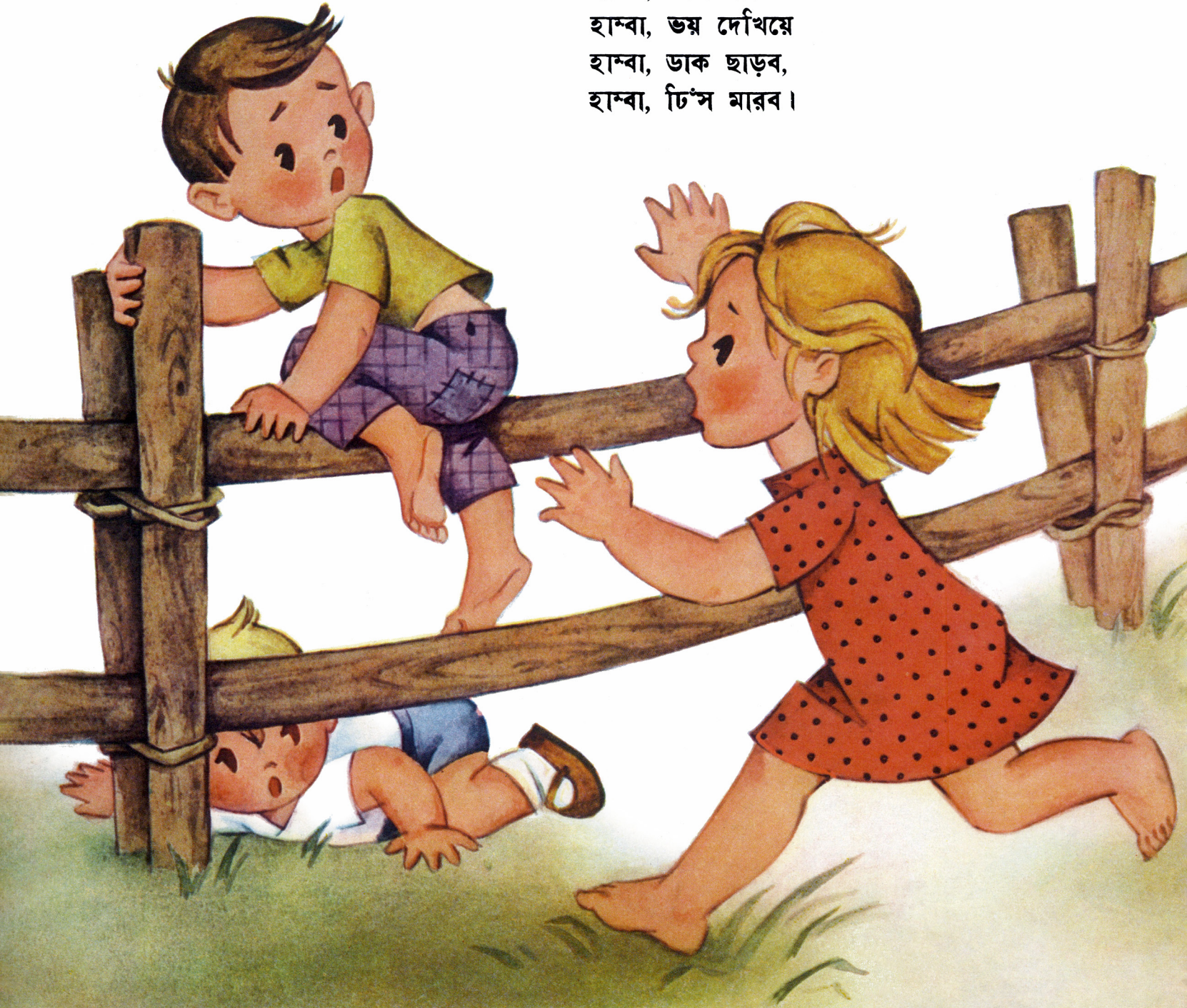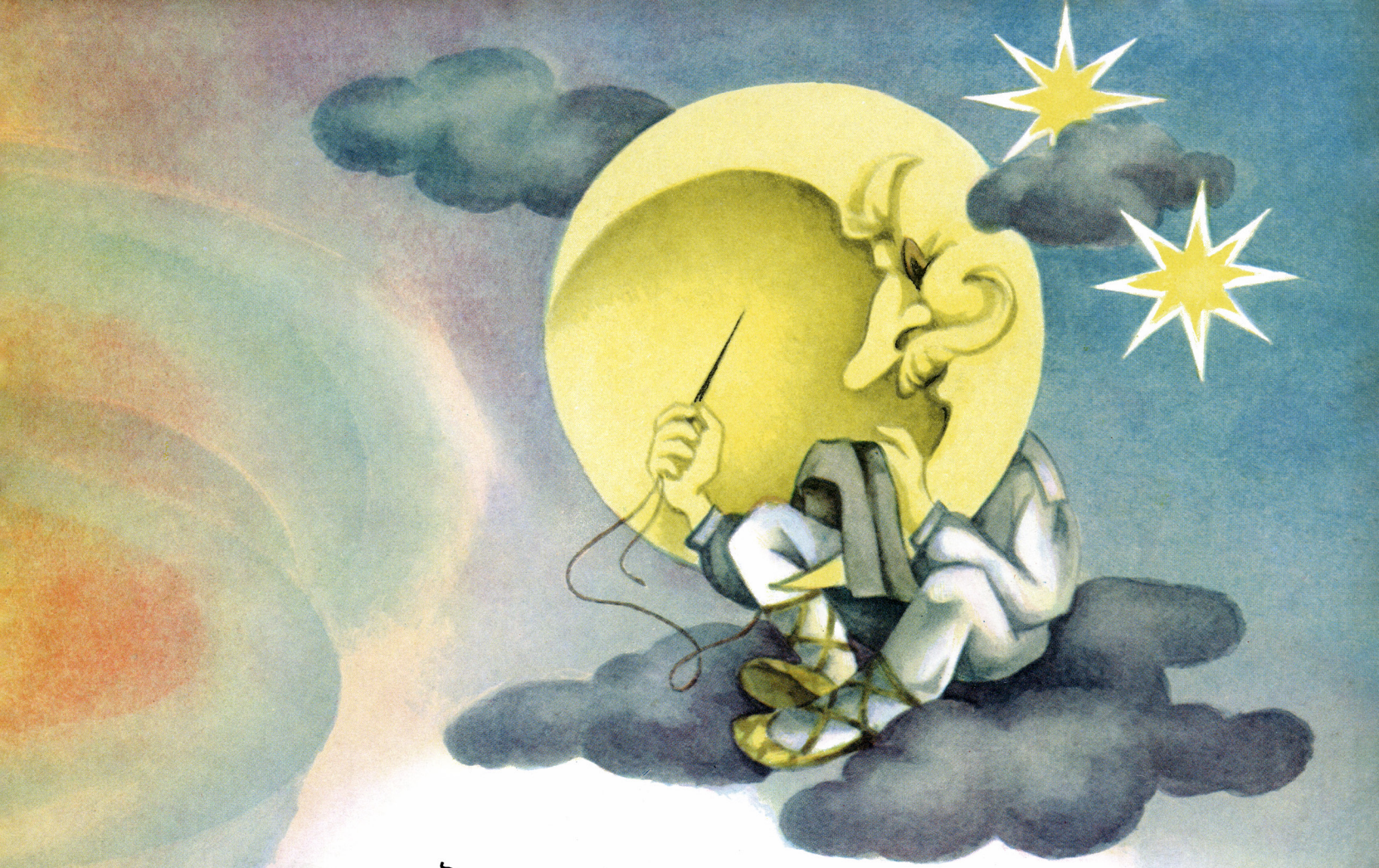
করলে সেলাই নতুন জামা

করলে সেলাই নতুন জামা
সূর্য্যি মামী, চাঁদা মামা।
বাতাসে তা উড়িয়ে দিলে,
পেয়ে গেল রাখাল ছেলে।

কাদাখোঁচায় নাচন লাগায়

কাদাখোঁচায় নাচন লাগায়
তানানা-নানা, তানানা-নানা,
পেয়ে গেলাম ঝোপের তলায়
কুড়ুলখানা, কুড়ুলখানা।

কাঠ কেটে তার সেই কুড়ুলে
কুটির গড়ে, কুটির গড়ে,
সই আসে তার বনের ফুলে
মুকুট পরে, মুকুট পরে।

সূয্যি মামা, সূয্যি মামা

সূয্যি মামা, সূয্যি মামা, এখন যাও চলে,
ছেলে পিলে আমরা সবাই ঘুমে পড়ব ঢলে।
রাখাল ছেলে মেয়ের জন্যে কলসী ভরা দুধ,
হাল দিয়েছে যারা, তাদের রুটি তো মজুদ,
ঘাস কেটেছে যারা, তাদের পনীর থালা ভরা।

ভেড়ার ছানা

ভেড়ার ছানা, লা-লা!
মাঠ তো টানা, লা-লা!
নরম খুরে, লা-লা!
বেরাক চরে, লা-লা!
গা তুলতুল, লা-লা!
চোখ জ্বলজ্বল, লা-লা!

গাইছে নেকড়ে ব্যাজার মনটা

গাইছে নেকড়ে বনের কোণটায়—
ব্যাজার মনটা।
ওহ্ কী মন্দ, ওহ্ কী ঠাণ্ডা
বিশ্রী বনটা!

নাচছে শেয়ালে ঘণ্টা ঘণ্টা—
খুশি যে প্রাণটা।
হোক না ঠাণ্ডা, হোক না মন্দ,
আছে তো ছন্দ।

চড়ুই পাখিটাও তুলেছে কণ্ঠা,
ধরেছে গানটা।
হোক না ঠাণ্ডা, হোক না মন্দ
তবু আনন্দ।

খুট খুট খুট

খুট খুট খুট, দ্যাখ তাকিয়ে
আসছে কে যেন গাড়ি হাঁকিয়ে:
একজন নয়, পুরো এক দল,
সামনে শুয়োর গা থলথল।
রাজহাঁস আর মোরগ ভায়ায়
বীণা ভেঁপু নিয়ে বাজনা বাজায়।
কুকুর বেড়াল দুই চোখ তুলে
থ' মেরে রইল ঝগড়াও ভুলে।
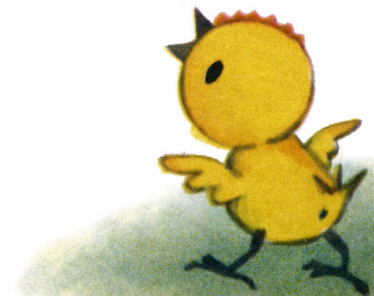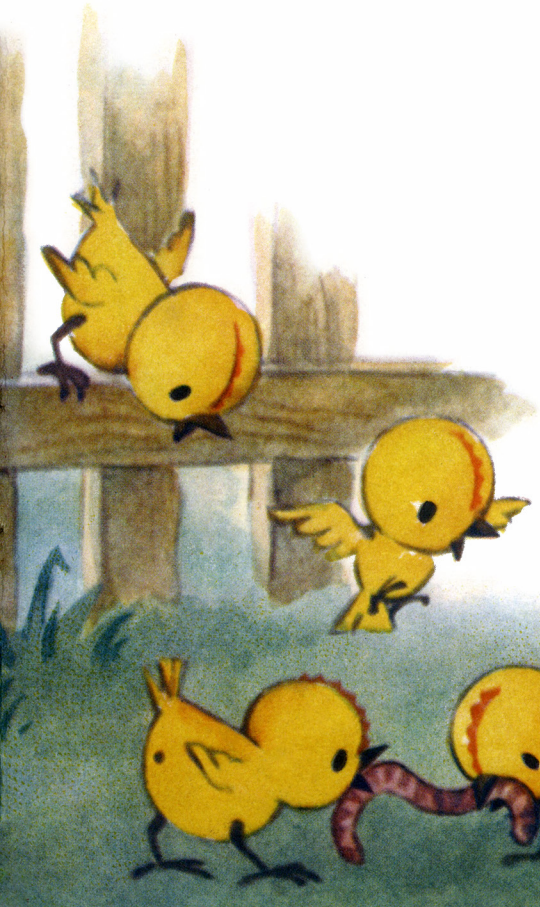
অনুবাদ: ননী ভৌমিক

МЫШКУ ПО ВОДУ ПОСЛАЛИ

Литовские народные песенки

На языке бенгали